

“পোঁছানো যথেষ্ট হয়েছে, পাপাচারী সম্প্রদায়কেই ধ্বংস করা হবে”

জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহর নামে যিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। পূর্বাঙ্গের সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক পাঁচজন দূতচিহ্নের রাসূল নূহ, ইবরাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সাঃ এর উপর। এদের মাধ্যমেই আল্লাহ আমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যাতে আমরা দীন প্রতিষ্ঠা করি এবং তাতে মতভেদ না করি। এটা জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ। আল্লাহ আদমকে মনোনীত করেছেন, যার কোন পূর্বপুরুষ নেই এবং যিনি প্রথম নবী। আবার তিনি মুহাম্মাদ সাঃ কেও মনোনীত করেছেন, যার কোন পরপুরুষ নেই, দীনের ক্ষেত্রেও না, বংশীয়ভাবেও না, “মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়; বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।

নিশ্চয় দীন হল ঐশী আমানত। এই আমানত আল্লাহর নিকট থেকেই অবতীর্ণ এবং আল্লাহর কাছেই সমুখিত হবে। এটা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছে হযরত নূহ আঃ এর মাধ্যমে। তারপর তাঁর শরীয়ত ও শীয়া (অনুগামী) র আলোকে ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সাঃ এর মাধ্যমে। সমগ্র বিশ্বে রাসূলদের অনুসরনে শুধু আল্লাহর আনুগত্য চলবে। রাসূলদের নিচে আর কারও আনুগত্য ও অনুসরণ চলবে না। তারা রাসূলদের কাওমের / সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই হোক অথবা তাদের আত্মীয়- স্বজনই হোক। কেননা নবী রাসূল গণ প্রেরিত হন কাফির সম্প্রদায়ের মাঝে যাতে তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাওবা করে দীন ও ঈমানের পথে ফেরত আসতে পারে। তাওবাকারী মুমিনরাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের ঘরের মানুষ আহলে বাইত। সুতরাং এদের উচিত এই (কাবা) ঘরের মালিকের ইবাদত (দাসত্ব) করা। সে সকল গৃহে যাকে সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। এই ধরনের পুরুষরাই মুমিন, যাদেরকে ব্যবসা – বাণিজ্য এবং ক্রয় – বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে ও সালাত কায়েম করা হতে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন অনেক অন্তরও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। আর নবীদের শ্রীগন, পুত্রগণ ও আত্মীয় স্বজন যেই হোক না কেন তাদের আল্লাহ ও রাসূলদের ঘর সমূহে কোন স্থানই থাকবে না যদি না তারা ইচ্ছায়- অনিচ্ছায় সর্ববিস্তার ঈমান, আনুগত্য – বশ্যতা ও আল্লাহর অনুসরণ না করে। যদি তারা এরূপ ঈমান অনুসরণ ও আনুগত্য করে তাহলে তারা আল্লাহর নূরের উপমা। নূরের উপর নূর। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আর যারা

এরূপ আনুগত্য করবে না তারা কাফির, তাদের কর্ম (আমল) মরুভূমির মরিচীকা সদৃশ, অন্ধকার পুঞ্জ, স্তরের উপর স্তর। তারা নবীদের সন্তান, স্ত্রী, পিতা, স্বশুর, জামাই যেই হোকনা, কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ঘর হতে খারিজ বহিস্কৃত। আল্লাহ তাঁর ও রিসালাতের ঘর থেকে নাপাকী দূর করতে চান। সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান।

সমগ্রবিশ্বে একেশ্বরবাদীদের চূড়ান্ত ঐক্যের কাবাঘর আল্লাহ মক্কায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আরব উপদ্বীপ মুসলিমদের কিবলাভূমি, উৎকৃষ্ট জায়গা। আর ভূপৃষ্ঠে মুমিনরাই আশরাফুল আলম, জগৎশ্রেষ্ঠ। আল্লাহর ঘরের ভূমি, আল্লাহর ঘরের দেশ হলো সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য নিরুপদ্রপ আশ্রয়কেন্দ্র, মাসাবা। যাতে স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের সমান অধিকার।

আর আরবের কাফের, মুশরিকরা, তারাই নাপাক, তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়। তারা সর্বোৎকৃষ্ট ভূমিতে সর্বনিকৃষ্ট মানুষ।

আল্লাহ মুহাম্মাদ (সাঃ) কে প্রেরণ করেছেন। তাঁর পূর্বে রয়েছে অর্থাৎ পূর্বপুরুষ রয়েছে যাতে আরশ অধিপতি দয়াময়ের কাছে তাঁর মিরাজ বা উত্থান হয়? রুহুল্লাহ ঈসা ইবনে মারইয়াম, মুসা, ইব্রাহীম ও নূহ আঃদের মাধ্যমে। যাতে রিসালাতের পরিসমাপ্তি ঘটে ও তাঁর কাছেই সব ফেরত যায়। তারপর আর কোন নবী নেই। তাঁর কোন ‘খালফ’ বা পরপুরুষ নেই, রিসালাতেও না বংশীয়ভাবেও না।

এরূপে আদমের কোন পূর্বপুরুষ নেই এবং মুহাম্মাদের কোন পরপুরুষ নেই। এই দুই ব্র্যাকেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, চূড়ান্তভাবে পূর্বপুরুষবিহীন আদম ও পরপুরুষ বিহীন মুহাম্মাদ। আল্লাহর চূড়ান্ত ও শেষ ফায়সালা। আর তিনি ইবনে মারইয়াম রুহুল্লাহকে অমন করেছেন যে তাঁর কোন পূর্বপুরুষও নেই, পরপুরুষও নেই, আদমের মত তবে আদমও না, বনী আদমও না, (মিছলা আদম)

আরবরা হোক শহুরে কিংবা মরুবাসী, কুফরী, মুনাফেকী ও অনৈক্যের উৎসমূল। এবং আল্লাহ তাঁর রাসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তাঁর সম্পর্কে অজ্ঞ। সর্বোৎকৃষ্ট ভূমিতে সর্বনিকৃষ্ট মানুষ। আল্লাহ তাঁর ঘরের দেশ, বায়তুল্লাহর দেশকে পবিত্র করবেনই যদিও কাফির মুশরিকরা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন। আল্লাহ তাঁর খাতামুন নাবিয়ীন কে কুফরীর উৎসমূল নিকৃষ্ট কুরাইশ বংশ থেকে পবিত্র করে উত্তমরূপে লালন পালন করেছেন। যাতে তিনি তাঁর সুমহান কুদরত, অসীম ক্ষমতার প্রকাশ ঘটাতে পারেন এবং তাঁর বায়তুল্লাহকে সমগ্র মানব জাতির জন্য পবিত্র ও মুক্ত করতে পারেন এবং যাতে তিনি পৃথিবীতে মুস্তাদআফদের উপর অনুগ্রহ করতে পারেন এবং তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে পারেন ও উত্তরাধিকারী করতে পারেন। এবং যাতে উষর অনূর্বর মরুভূমির কপর্দকহীন লুটেরা দস্যু মুস্তাকবির কুরাইশদের ঐ পরিণাম দেখাতে পারেন যার আশংকা তারা করতো।

এটাই হলো পৃথিবীতে মুস্তাদআফদের ক্ষমতায়ন। আল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ) কে পিতৃহীন করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন অতপর তাকে মাতৃহীন করেছেন। মুশরিক, নাপাক পিতামাতা হতে তাকে ইয়াতীম করে তাঁর একজন পালকমাতার ব্যবস্থা করে দেন যেকল্প ঈসা (আঃ) এর লালন পালনের জন্য তিনি কুমারী মারইয়ামের ব্যবস্থা করেছিলেন।

আর তিনি হলেন আসমানী বরকত উম্মু আয়মান ও উম্মু উসামাহ, বারাকাহ। ফলে তিনি ছিলেন আজীবন মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাতা। এমনকি নবীজী বলতেন আমার মায়ের পর তিনিই আমার মা, আমার আপনজনদের অবশিষ্ট অংশ। হে আন্মা! সৌভাগ্য তোমার। তোমার জন্য জান্নাতে জায়গা রয়েছে। “তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই অতপর আশ্রয় দেন নাই? এবং তোমাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পেয়ে পথনির্দেশ দেন নাই?..... সুতরাং তুমি তোমার রবের নিয়ামতের কথা সবিস্তারে বর্ণনা কর। এমনকি তিনি পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলেন উম্মে আয়মান বারাকাহর তত্ত্বাবধানে, অতঃপর আল্লাহ বারাকাহর মাধ্যমে হুনায়েন যুদ্ধের বীরপুরুষ আয়মানের লালন পালন করান। যে যুদ্ধে নেতৃস্থানীয় সাহাবীরাও পলায়ন করেছিল। অবশেষে আল্লাহ উম্মুররসূল বারাকাহর গর্ভ থেকে এক অসাধারণ ছেলে জন্মান। যার উপাধি হলো ‘হিব্ব ইবনুল হিব্ব’ প্রিয়ের ছেলে প্রিয় উসামাহ ইবনে যায়েদ। এই উসামাহ বিন যায়েদকে রাসূল (সাঃ) তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে রোম অভিযানের সময়ে, মুহাজির আনসার নির্বিশেষে তাঁর সকল অনুসারীদের উপর চূড়ান্তভাবে আমীর নিয়োগ করেন।

নবী (সাঃ) কে সপ্ত আকাশের উপর মেরাজ করানো হল। এমনকি তাদের মাঝে দুই ধনুকের ব্যবধান শুধু রইল। আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন। স্মরণ কর আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক (আরব উপদ্বীপবাসী) মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ যে দৃশ্য তাঁর রাসুলকে দেখিয়েছিলেন তা ছিল কেবল মানুষকে পরিষ্কার করার জন্য । এবং তিনি তাকে কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও দেখিয়েছিলেন । সেই বৃক্ষটি হল কুরাইশ বংশ যারা ছিল কাবার অভ্যন্তরে মূর্তি স্থাপনকারী ঠাকুর, কাবা ঘরের প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ, এক রবকে বাদ দিয়ে অসংখ্য রবের দাস । অথচ তাদের উচিত ছিল এই কাবা ঘরের মালিকের দাসত্ব বা ইবাদত করা । এমনকি তারা রাসূল (সাঃ) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে । “স্মরণ কর যখন কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল তোমাকে বন্দী করার জন্য বা হত্যা করার জন্য অথবা নির্বাসিত করার জন্য । এবং তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও কৌশল করেন ; আর আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী । এরপর আল্লাহ তাঁর রাসূল কে হিজরত করার আদেশ দিলেন । অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসুলের কাছে ওহী পাঠালেন কুরাইশদের জ্বালিয়ে ছি করার জন্য । (সুন্নীদের হাদীসে কুদসীর ২৮৬৫ নং রেওয়াতে) অতঃপর আল্লাহ আরব অনারব সকলের প্রতি ক্রোধান্বিত হলেন । কেবল কিতাবধারী কিছু সংখ্যক লোক যারা সঠিক পথ ধরে রেখেছে (তারা স্রষ্টার রোষ থেকে বেঁচে গেল) ।

অতঃপর আল্লাহ বিশদ বিবরণ দিয়ে সূরা মুহাম্মদ নাযিল করলেন। তাতে তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করলেন যে, মক্কার কুরাইশদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা রাসুলের পর দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, মুরতাদ হয়ে যাবে। শয়তান ওদের কাজকে শোভন করে দেখায় ও তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। তারা তাদের কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ও বড়লোকদের বলে, “আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো”। তারা রাসুল (সাঃ) কে কাগজ দিতে নিষেধ করেছে। তাঁরা রাসুল (সাঃ) যায়েদ ও উসামাহর আমীর নিয়োগের ব্যাপারে বিরোধীতা করেছে অথচ রাসুল (সাঃ) তাঁদের উপর লানত অভিলাপ বর্ষণ করেছেন যারা উসামাহর অভিযানে অংশগ্রহণ না করে পেছনে রয়ে যাবে। সূরা মুহাম্মদে ওহী করা হয়েছে যে, যারা রাসুল (সাঃ) এর মৃত্যুর পরপরই “আল আইম্মাতু মিন কোরাইশ” অর্থাৎ নেতৃত্ব শুধু কুরাইশ বংশ থেকে হতে হবে বলেছে তারা অভিশপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। “ফেরেশতারা যখন উহাদের মুখমন্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে প্রাণ হরণ করিবে, তখন উহাদের দশা কেমন হইবে!?” ইহা এই জন্য যে, উহারা তাহার অনুসরণ করে, যাহা আল্লাহর অসম্ভব জন্মায় এবং তাহার সন্তুষ্টিতে অপ্রিয় গন্য করে; তিনি ইহাদের কর্ম নিষ্ফল ক্রিয়া দেন। এবং তাঁদের আমলসমূহ বরবাদের ব্যাপারে সূরা হুজুরাত নাযিল হয়েছে। সবশেষে চূড়ান্তভাবে আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি আরবদেরকে বদলিয়ে সালমান আল ইসলামের মত লোকদেরকে দায়িত্ব দিবেন। সালমান আরবও ছিল না, কুরাইশ ও ছিল না বরং সে ছিল শিরকের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র পারস্যবাসী একনিষ্ঠ এক মুসলিম।

প্রিয় ইরানী ভাইয়েরা আমার, অভিশপ্ত বিষবৃক্ষ কুরাইশ থেকে জন্ম নেওয়া বিভিন্ন দল-উপদলকে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করা ও একদল দিয়ে অপর দলকে সংঘর্ষের আশ্বাদ গ্রহণ করার জন্ত আল্লাহ যে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছেন, তা আপনারা নেভাতে চান? হয় তারা তওবা করে ঈমানে রপথে ফেরত আসবে, নয়তো ভূপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে নির্মূল/নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হবে যে মনে হবে যেন ইতিহাসে তাদের কখনও অস্তিত্ব ছিল না। আপনারা কি খবীস কুরাইশদের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নাপাকী বদলাতে চান? যেমন কায়যাবে আকবর আবু বকর ইবনে কুহাফা, খাতাবে আযম উমর, না’মালুল আফফান উসমান ইবনে আফফান কাবা ঘরের মূর্তির উচ্ছিষ্ট ভক্ষণকারী ঠাকুর আবু তালেবের পুত্র আলী ইবনে আবু তালিব, সে ঐ নেতৃত্বের প্রতি লোভ করেছিল যাতে তার কোন অধিকার ছিল না, অভিশপ্ত বৃক্ষ কুরাইশ বংশভূত হওয়ার সুবাদে, যে বৃক্ষটিকে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে মেরাজ রজনীতে দেখিয়েছিলেন, চিৎকার করে “লাব্বাইকা ইয়া হুসাইন” ধ্বনী দিয়ে? অসম্ভব! সালমান আল ইসলাম কি এরূপই ছিল? এজন্য কি আল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ) চূড়ান্তভাবে মুস্তাফা (মনোনীত) করে পাঠিয়েছিলেন? যেরূপ প্রথমে আদমকে মুস্তাফা করে পাঠিয়েছিলেন?

সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় আদমের পূর্বপুরুষ নেই, কিয়ামত পর্যন্ত শুধু পরপুরুষ আছে। আর চূড়ান্তভাবে মনোনীত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কোন পরপুরুষ নেই। রিসালাতেও না, বইংশেও না। তবে পবিত্র বৃক্ষসদৃশ নবুয়ত ও রিসালাতে তাঁর পূর্বপুরুষ রয়েছে। যে বৃক্ষের মূল সুদৃঢ়, গভীরে প্রোথিত ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। আদমকে, নূহকে ও ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন তানযিল ও মিরাজে অবতরণ ও উদ্ধারোহন হিসেবে।

মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং, সে আল্লাহর রাসূল এমন ফ শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। আল্লাহ! আল্লাহ! হয়েছে কি তোমাদের? সত্য ত্যাগ করার পরবিভ্রান্তি ব্যতীত আর কী থাকে? এজন্যই কি রাসূল (সাঃ) সালমানের কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন যে, দীন যদি পৃথিবী থেকে বিভাজিত হয়ে আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডলেও চলে যায়, তাহলে পারস্যের একদল লোক তাকে জমীনে নামিয়ে আনবে? আর তোমরা – আরব-অনারব নির্বিশেষে সবাই বড় শয়তান আমেরিকাকে তোমাদের ত্রাণকর্তা বা সাহায্যকারী বানিয়েছ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যিনি এক-অদ্বিতীয়, কাহারও মুখাপেক্ষী নন, যিনি কাওকে জন্ম দেন নাই, তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নাই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এই দিকনির্দেশনাই কি তোমাদেরকে দিয়েছিল তোমাদের প্রয়াত নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ মুসুভী, আল মুস্তাফাভী আল খোমাইনী রাহিমাহুল্লাহ? তোমরা কি উত্তম পূর্বপুরুষের উত্তম পরপুরুষ? হ্যাঁ, তোমাদের পূর্বপুরুষ হলেন দৃঢ়চিত্তের রাসূলগন মুহাম্মদ, ঈসা, মুসা, ইব্রাহীম এবং নূহ আঃ গণ। তোমরা না পৃথিবীতে নূহের শিয়া? এজন্যই কি আল্লাহ তোমাদের সৃজন করেছেন? আর এই কি তোমাদের চরিত্র? উত্তম পূর্বসূরীর খারাপ উত্তরসূরী? এই ধরণের অধঃপতন

ও অপমান থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। কিরূপে তোমরা অভিশপ্ত ইবলিশ শয়তানের লেজ, কাসেম সুলাইমানকে ইরাকে পাঠালে সালমান আল ইসলামের ভূমিকা পালন ও প্রতিষ্ঠার জন্য যে সে তোমাদেরকে আঃআহর সাহায্য ও বিজয়ের মাধ্যমে তোমাদের বিশ্ববিজয় করে দিবে?

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়, তুমি দেখবে মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে। মুস্তাদআফদের রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) এর নিদ্রাশূল মদীনার পথে? তা মরক্কো থেকে শুরু হয়ে বাগদাদ, তেহরান, খোরাসান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, তারপর বিশ্বমুক্তির ভারতীয় অভিযান গায়ওয়াতুল হিন্দের মাধ্যমে তা বাংলাদেশ সহ আরাকান, মালয়েশিয়া ওম ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত।

আল্লাহ তা পূর্ণ করবেনই। এটাই তাঁর ওয়াদা। “তুমি কখনো মনে করিও না যে, আল্লাহ তাহার রাসূলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, দণ্ড বিধায়ক”। আল্লাহ তাঁর কাজ শুরু করেছেন এবং ইমামুন মুস্তাদআফীন মুহাম্মাদ (সঃ) এর রিসালাতের মাধ্যমে তিনি কাবাঘরের মূর্তীর ঠাকুর মুস্তাকবির কুরাইশদের পরাজিত করে বদলিয়ে মুসাতাদআফদের ইমামত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, “হে নবী, আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি”। এরপর দলে দলে মানুষ আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করলো। কিন্তু অভিশপ্ত ইবলিশের প্রজন্মরা আল্লাহর এই অনুগ্রহকে বদলিয়ে কুফরী ও দ্বীন থেকে ফিরে যাওয়াকে পরিণত করল। নবীজির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কুফরীর কালেমা “আল আইম্মাতু মিন কুরাইশ” অর্থাৎ নেতৃত্ব শুধু কুরাইশ বংশ থেকে হতে হবে বলে ফেলল। এবং এভাবে তাঁরা ইসলামী ইমামতকে হিরাক্লিয়াস, কায়সার ও খসরুদের মত রাজতন্ত্রে পরিণত করল। তারা আরও বলল যে, ইরাক ও মিসরসহ সব বিজিত রাজ্যের বাগানবাড়িগুলো সব কুরাইশদের। এভাবে তারা মানুষদেরকে দলে দলে ইসলাম থেকে বের করে দিল। এটাই হল আজকের বিশ্বের বর্তমান অবস্থা ইয়াহুদী, খৃষ্টান, সুন্নী, শিয়া সবাই ডুবন্ত নৌকায়, যদি না শিয়ায় নুহের আলোকে তারা দ্রুত তওবা করে একজন ইমামের হাতে বায়আত না হয়। এর কোন ব্যত্যয় নেই।

আমি তোমাদের নাজাতের এই পত্রটি লিখছি মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে প্রকাশিত খুতবার প্রিন্ট করা কাগজের অপর পিঠে। যেখানে বেতনভূক ইমামদের মুখে শিয়াদের গালিগালাজ করা হচ্ছে, রাফেজী, খারেজী ও সাবাস্তি বলে। এই বেতনভূকরা আরো বলেছে যে, ইমাম হল ইয়ামেনী এবং হিকমত হচ্ছে ইয়ামেনী, উম্মাহ আরবীয় ইসলাম আরবীয়, উম্মাহ আরবীয়, রাসূলও আরবীয়! কি মন্দ কথা! কি খারাপ কথা!! আল্লাহ হলেন রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক। মানুষ সব আদমের সন্তান। রাসূল (সঃ) হলেন মুস্তাকবীরদের বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্বের মুস্তাদআফদের জন্য রহমত। তাঁর কোন পরপুরুষ নেই তবে ঈসা, মুসা, ইবরাহীম ও নূহ আঃ দের মত পূর্বপুরুষ রয়েছেন। তাঁদের উপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁদের অনুসরণ করবে তাঁদের প্রতি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। আর উম্মাহ হল এক উম্মাহ উম্মাতুল ইসলাম ইসলামী উম্মাহ। কিন্তু শয়তান কাবা ঘরের অভ্যন্তর থেকে চিৎকার করে বলেছে, “আরবীয় উম্মাহ? তারপর ইসলামী উম্মাহ। সেখানকার খুতবায় শুধু খোলাফায়ে রাশেদীনের চার খলীফা ও আশায়ায়ে মুবশশারা দশ জনের জন্য দুআ করা হয়, তাও তাঁদের প্রত্যেকেই আবার অভিশপ্ত বৃক্ষ কুরাইশ গোত্রের। যে কোরাইশদের কে জ্বালিয়ে ছাই করার জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূল কে নির্দেশ করেছেন। এখানে লক্ষ্যনীয় যে এই সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের মধ্যে মদীনার আনসারদের কেউ নেই?

আরব এদের চারজনের একজনকে প্রায় এক শতাব্দী কাল ধরে জুমআ, ঈদ ও হজ্জের খুতবায় গালিগালাজ করা হয়েছে। এরচাইতে কুফরী, মুনাফেকী, মূর্তাদ হওয়া ও বিভক্তি আর কি আছে??

আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি অহী পাঠিয়েছেন কুরাইশদেরকে জ্বালিয়ে ছাই করার জন্য। আর রাসূলের কাজ হল শুধু অহী পৌঁছে দেওয়া। রাসূল (সঃ) তাঁর প্রতি অপিত আমানত ও বার্তা যথাযথ ভাবে পৌঁছে দিয়েছেন।

এবং বার্তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর উপর। রাসূল (সঃ) ইন্তেকাল করলেন যেরূপ তাঁর পূর্বেও অন্যান্য রাসূলগণ ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু নিকৃষ্ট কুফরী, মুনাফেকী ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি নাজিলকৃত বিধানের সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ আরবরা ইসলাম

থেকে ফিরে গেল। আর এদের নেতৃত্বে ছিল ঐ চারজন। ইবনে কোহাফা, ইবনে খত্তাব, ইবনে আফফান ও ইবনে আবু তালেব, সর্বোৎকৃষ্ট ভূমির সর্বনিকৃষ্ট বংশধর। তারা তাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংস গহ্বর জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করিয়েছে, একটু পরেই তারা তাতে প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট সেই জায়গা। তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিয়েছে। তারপর সংস্কারের পর পৃথিবীতে তারা বিশৃঙ্খলা ফাসাদ সৃষ্টি করেছে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে খৃষ্টান ক্রুসেডার, মোগল ও তাতারীদের হাতে স্পেন, সিরিয়া ও বাগদাদে পুড়িয়ে ছাই করে ধ্বংস করেছেন। এবং অবশেষে পবিত্র বায়তুল্লাহ থেকে তাদেরকে (মন্দ বৃক্ষ) আলে মুকরেন নজদী অর্থাৎ আলে সউদদের হাতে নির্মূল করেছেন।

এখন পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেওয়ার মত কুরাইশ বংশীয় কোন লোক আছে কি? ISIS এর দাজ্জাল আবু বকর আল বাগদাদী আল কুরাইশী ব্যতীত? আর হে সালমানের দেশবাসী! তোমরা কারা যারা বলছো, “লাববাইকা ইয়া হুসাইন” অর্থাৎ হে হুসাইন আমি উপস্থিত”।

আল্লাহ তাআলা তাঁর খাতামুন নাবীয়ীনকে কুরাইশ বংশের এক মুশরিক দম্পতি হতে তাঁর মাটির দেহকে পবিত্র করেছেন তাঁর পিতামাতার ইন্তেকাল ঘটানোর মাধ্যমে। জন্মের আগেই পিতা আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করে আর পরে মা আমিনাও ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাঁর হাবীবের জন্য একজন পালকমাতার ব্যবস্থা করেন মারিয়াম বিনতে ইমরানের মত একজন যাতে করে তিনি মুহাম্মদ (সাঃ) কে উত্তমরূপে প্রতিপালন করতে পারেন ঈসা রুহুল্লাহর মত। যাতে বনী আদমের মধ্যে যারা মুমিন তাঁদের চূড়ান্ত উত্থান হতে পারে ইবনে মারইয়াম ঈসা (আঃ) এর মত আত্মিক ও আধ্যাতিকভাবে। হযরত ঈসা (আঃ) এর পূর্বপুরুষও নেই পরপুরুষও নেই। আদম ও ঈসা রুহুল্লাহ (আঃ) দের মত, আমাদের ভেতরেও আল্লাহ তাঁর রুহ ফুঁকে দিয়েছেন।

আমাদের দৈহিকভাবে পূর্বপুরুষ ও পরপুরুষ আছে কিন্তু আদম (আঃ) এর পরপুরুষ আছে পূর্বপুরুষ নেই আর মুহাম্মদ (সাঃ) এর পূর্বপুরুষ আছে পরপুরুষ নেই। আদম হলেন প্রথম মানুষ, মানবজাতির আদিপিতা আর খাতামুন নাবীয়ীন মুহাম্মদ (সাঃ) এর কোন পরপুরুষ নেই, নবুয়ত, রিসালাতেও না, বংশধারায়ও না। এজন্যই আল্লাহ তাআলা তাকে চূড়ান্তরূপে নাযিল প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার জন্য শেষে পাঠিয়েছেন। ইহা জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। নবী (সাঃ) কে রাতে ভ্রমন ইসরা করানো হয়েছে ও মিরাজ করানো হয়েছে। বনী আদমের জান্নাত থেকে পতিত হবার পর আবার উত্থানের জন্য মুহাম্মদ (সাঃ) কে চূড়ান্ত আদর্শরূপে প্রেরণ করেছেন বস্তু ও ভোগের জগৎ এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আবার এখানে থেকে ফেরতযাত্রা মিরাজের মাধ্যমে আসমানে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য, যা মুতাকীদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

আল্লাহ আমার শরহে সদর বা আমার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে ও আমাকে তাঁর নূরের উপর অধিষ্ঠিত করার মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে যে বুঝ দান করেছেন তার কিছু ইশারা আমি আমার ইরানী ভাইদের জন্য পেশ করছি। দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যাহারা আল্লাহর স্মরণে পরাংমুখ! উহারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। আল্লাহ অবতীর্ণ করিয়াছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। ইহাতে, যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাহাদের দেহমন বিনষ্ট হইয়া আল্লাহর স্মরণে কুکیয়া পড়ে। ইহাই আল্লাহর পথ নির্দেশ, তিনি উহা দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথ প্রদর্শক নাই।

আল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ) কে উম্মে আয়মান ও উম্মে উসামাহ বিন যায়েদ আল মুনআম, বারাকাহর দ্বারা উত্তমরূপে লালনপালন করিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, “তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পেয়ে তোমাকে আশ্রয় দেন নাই? এবং তিনি তোমাকে সঠিক পথ সম্পর্কে অনবহিত পেয়ে তোমাকে সঠিক পথের সন্ধান দেন নাই?”

যেমন তিনি ঈসা (আঃ) কে কুমারী মারইয়ামের দ্বারা লালনপালন করিয়েছেন যাতে মুহাম্মদ (সাঃ) খাতামুন নাবীয়ীন ও রাহমাতুল্লীল আলামীন হতে পারেন এবং ঈসা রুহুল্লাহ (আঃ) আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর পক্ষ থেকে রহমত হতে পারেন।

এবং মানবজাতির উত্থানের জন্য আল্লাহর রূহ ও তাঁর কালিমা দ্বিসা (আঃ) দৈহিকভাবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যাতে তিনি অন্যায় ও পাপাচারে ভরে যাওয়া পৃথিবীকে আবার ন্যায় দ্বারা পূর্ণ করতে পারেন। যেমন আজকের বিশ্বে তোমরা অভিশপ্ত ও পঞ্চদ্রষ্ট ইয়াহুদীদের পদাংক অনুসরণে বিভক্ত হয়েছ। ইয়াহুদীরা হল সামেরীর অনুসারী, নাসারারা জুডাস ইষ্কারিয়টের অনুসারী, সুন্নীরা আবু বকর ও উমরের অনুসারী। তোমরা কি ভেবে দেখনা যে তোমাদের উচিত ছিল সালমানের মত করে রাসুল (সাঃ) এর অনুসরণ করা। সালমান রাসুল (সাঃ) কর্তৃক নিয়োগকৃত আমীর যায়েদ ইবনে হারিসা ও উসামাহ বিন যায়েদ (প্রিয়ের ছেলে প্রিয়) আনুগত্য করেছিল। তাহলে রাসুলের মৃত্যুর পর মুস্তাদআফ, ইমামত কোনরূপ কামেলা ব্যাতিত ক্রমাগত চলতেই থাকত। কিন্তু এই ফাঁকে অভিশপ্ত কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত বন্ধু আবু বকর, উমর, উসমান, আবু সুফিয়ান, আব্বাস, আলী ইবনে আবী তালিবরা ইসলামের কালেমা থেকে ফিরে গিয়ে ইবলিশের কালিমা, “আল আইম্মাতু মিন কোরাইশ” “নেতা শুধু কুরাইশ বংশ থেকে হতে হবে” বলে ফেলল। এজন্যই আজ তোমরা বানর, শুকর সদৃশ ইয়াহুদী, নাসারাদের দাস দশায় নিমজ্জিত শিয়া সুন্নী হয়েছে, একেবারে সমানে স মান। নবী সাঃ কর্তৃক উসামাহকে আমীর নিয়োগের ব্যাপারে অতীতে যারা বিরোধীতা করেছে এবং বর্তমানেও যারা বিরোধীতা করবে তাদের সকলের উপর আল্লাহর অভিশাপ। অতঃপর শয়তান বন্ধুদের কাছে অহী পাঠালো “নেতা শুধু অভিশপ্ত কুরাইশ বংশ থেকে হতে হবে” বলে। অতঃপর ফেরেশ্তারা তাদের পাছায় লাথি ও গালে চড় মারতে মারতে প্রাণ হরন করলো। আবু বকর মারা গেছে মৃগী রোগে, ওমর গুপ্ত ঘাতকের হাতে, ওসমান নিহত হয়েছে বিদ্রোহীদের হিংস্র পাশবিক প্রহারে। এই তিন জনের অপমৃত্যু দেখার পরও কিভাবে আলী ইবনে আবু তালিব বায়আত গ্রহণের জন্য উসামাহর উপর হাত ওঠায়? অতঃপর আলী এমনভাবে মারা যায় যে দাফনের জন্য তার লাশও খুঁজে পাওয়া যায় নি। তারপর তাঁর ছেলেদের একজনকে বিষপ্রয়োগে ও অন্যজনকে কারবালায় হত্যা করা হয়েছে। অতঃপর উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি??

আয়াতুল্লাহ ভাইয়েরা আমার, আপনারা আপনাদের সম্মানিত ইরানী আলেম ওলামাদেরকে “আয়াতুল্লাহ” (আল্লাহর নিদর্শন) বলে সম্বোধন করেন। আল্লাহ বলেন, “আমি উহাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করিব, বিশ্বজগতে এবং উহাদের নিজেদের মধ্যে, ফলে উহাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, উহাই সত্য -----”। তো আপনারা উসামাহ বিন লাদেন ও আইমান আল জাওহিরী এবং উসামাহ বিন যায়েদ ও আইমান ইবনে উম্মে আইমানের মাঝে কী নিদর্শন দেখতে পান? আপনারা আল্লাহর নির্দেশে রাসুল (সাঃ) কর্তৃক সমগ্রবিশ্বের মুস্তাদআফদের জন্য উসামাহর আমীর নিয়োগের ব্যাপারে ভুলে গেছেন। অতঃপর শয়তান প্রতারণা করেছে উসামাহ বিন লাদেন ও আইমান আল জাওহিরীর মাধ্যমে। এদের মাধ্যমে শয়তান আহলে আল সুন্নাত ওয়াল জামাত ও শিয়াদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত ইয়াহুদী ও নাসারারাও আর্মাগেডডনের জন্য এদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হল।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা খবিস ঐ তাইয়েব অর্থাৎ ভাল ও মন্দের মাঝে পার্থক্য করার জন্য নিদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। এভাবে যে দুই খবীসে উসামাহ বিন লাদেনকে করেছেন প্রথম ও আইমান আল জাওহিরীকে করেছেন দ্বিতীয়। অথচ আল্লাহর নির্ধারন করা তারতীব বা অর্ডার হল হুনায়েন যুদ্ধের বীর আইমান প্রথম ও উসামাহ বিন যায়েদ হল দ্বিতীয় যাতে মুমিনরা দুই উসামাহ ও দুই আয়মানের মাঝে পার্থক্য করতে ভুল না করে অর্থাৎ ভালো- মণ্ড চিনতে পারে। ইহা কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সব বিষয়ে অবহিত?

হে পারস্যবাসি সালমানরা! আল্লাহ, সমগ্র বিশ্বের আদম সন্তানদের জন্য তাঁর দ্বীন ও শরীয়তকে পূর্ণ করেছেন মুহাম্মদ (সঃ) এর মাধ্যমে। মুহাম্মদ (সঃ) হলেন পরপুরুষবিহীন আদম। আল্লাহ তাঁকে ইসলামী উম্মাহ বাদ দিয়ে অভিনব নতুন কোন উম্মাহ তৈরী করার জন্য পাঠান নি। সাবিয়্যাতুন নার ফিহির আল কুরাইশী এর বংশধারা থেকে তৈরী হল আরবীম উম্মাহ। আর বিন লাদেন ও তার সংগী আইমান আল জাওহিরী হল আরবী। তারা “লা দীন ও লা শরীয়ত” এর নাতিপোতা। অর্থাৎ তাদের কোন দ্বীনও নেই, শরীয়তও নেই। কিন্তু তোমাদের সঙ্গী উসামাহ বিন যায়েদ সেই দ্বীন ইসলামের চিহ্ন বা প্রতীক। আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম। কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন কামনা করলে টা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সালমান, বেলাল, আন্সার, ইবনে মাসউদ এবং

তোমরা ও আমরা এক পতাকাবাহী হব যাতে সুরাইয়া নক্ষত্র থেকে দ্বীন ইসলামকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে পারি এবং যাতে মানুষ উন্মাতুল আরাবিয়া অতঃপর ইসলামিয়া অর্থাৎ আরবদের কোরাঈশী দ্বীন বাদ দিয়ে দলে দলে দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করতে পারে।

ইবলিশের দুই হাতে পাঁচটি করে আঙ্গুল রয়েছে। উভয় হাতই জাহান্নামের দিকে ইশারা করে। প্রথম পাঁচ আঙ্গুল হল আহলে সুনাত ওয়াল জামাআতের অর্থাৎ সুন্নিদের। কাযযাবে আকবর আবু বকর, খাত্তাফে আযম উমর, আন্বা'ছালুয জাশশা' ইবনে আফফান এবং কুকুরীর বেটা কুকুর মুয়াবিয়া এবং কুকুরের নাতি ইয়াযিদ ইবনে মাইসুন বিনতে বাহদালুল কালবী। আর দ্বিতীয় পাঁচ আঙ্গুল হল শিয়াদের, আলাভী, নুসাইরী, দুরুজী, জাফরী ও যায়দী। এসব থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আবার মুমিনদের জন্যও রয়েছে পাঁচ। নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ, তাঁদের সবার উপর সালাম। যার মূল সুদূত ও যার শাখা প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত। অসংকে সং হইতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রহিয়াছ আল্লাহ মুমিনগনকে সেই অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে পারেন না। এবং যাতে অসৎদেরকে সং হতে আলাদা করতে পারেন এবং অসতদেরকে এক জায়গায় জমা করে স্তূপীকৃত করতে পারেন এবং সবাইকে এক ধাক্কায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারেন, এরাই হল ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ সারাবিশ্বের ইয়াহুদী, খৃষ্টান, শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যকার খবিস অসৎদেরকে জায়িরাতুল আরবে একত্রিত করেছেন তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করতে পারেন। (সর্বোৎকৃষ্ট ভূমি সর্বনিকৃষ্ট মানুষ) আর আমি তোমাদের কতদলকে ধ্বংস করেছি।"। যে জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি তাহার সম্পর্কে নিষিদ্ধ হইয়াছে যে, তাহার অধিবাসীবৃন্দ ফিরিয়া আসিবে না, এমনকি যখন ইয়াজুজ ও মা'জুজকে অবমুক্ত করে দেওয়া হবে। এরা দুই প্রকার। এক প্রকার বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী। আরেক প্রকার হল "এমনকি যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে অবমুক্ত করে দেওয়া হবে এবং উহারা প্রতি উচ্চভূমি হতে ছুটিয়া আসিবে। অমোঘ প্রতিশ্রুতিকাল আসন্ন। বলা হয়ে থাকে যে, চাইনিজরা ইয়াফেস ইবনে নূহ (আঃ) এর বংশধর। যুলকারনাইন এর আমলে মানুষরা আল্লাহতে বিশ্বাসী মুমিন ছিল আর কাওমে ইয়াজুজরা ছিল পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। অতঃপর ইয়াজুজ মাজুজদের অত্যাচার থেকে মুক্তি চেয়ে মুস্তাদআফরা আল্লাহর কাছে কাতর ফরিয়াদ জানাল। অতঃপর আল্লাহ তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁদের জন্য এক বিশাল প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা করে দিলেন। এখন দুনিয়া অন্যায় ও অত্যাচারে পূর্ণ হয়ে গেছে। এদের মধ্যে আছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের ধ্বজাধারীরা। এরা নাস্তিক ধর্মহীনদের চেয়েও নিকৃষ্ট। যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে চীন ও রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যে শিয়াদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করছে অপরদিকে সুন্নীদেরকে সাহায্য করছে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা যায়নবাদী ইয়াহুদীদের ধারণামতে চীন ও রাশিয়া হল ইয়াজুজ ও মা'জুজ। এ জন্যই ইউরোপ ও আমেরিকা জোটবদ্ধ হয়েছে চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে। ইউক্রেন সংকট কিসের ইংগিত দেয়? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের? এই বিশ্বংসী সংকট থেকে মুক্তির পথ কী? আল্লাহ উহাদিগকে ধ্বংস করেছেন এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিনাম! সাবধান এই সংকট উত্তরণের একমাত্র পথ হল একনিষ্ঠভাবে হানীফ ইসলামে ফেরত আসা। যার দিকে আমি ইংগিত করেছিলাম ২২ বছর পূর্বে আমার লেখা সালমানের লোকদের প্রতি চিঠিতে। তোমরা কি তাঁর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করবে? মহান রব আল্লাহ এই ফকীর বান্দার ভেতরে, ইয়াহুদী, নাসারা, আরব ও অনারব সকল বিভক্তি মুক্ত কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ভিত্তিতে নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মদ (সাঃ) দের শিয়া, শরীয়ত ও দ্বীনকে একত্রিত করে দিয়েছেন।" তারপর আল্লাহ আরব আজম সকলের প্রতিই রুষ্ট হলেন। বনী আদম ব্যতীত অন্য কোন পরিচয় যেমন কুরাইশ, বনী হাশেম, বনী উমাইয়া, বনু আব্বাস, আল আবশামিয়াত, বনী ফাতেমা ও বনী আলী থাকবে না। আর আদম ছিলেন মাটির তৈরী। খাতামুন নাবিযীন (সাঃ) এর বিদায় হজ্জের ভাষনের আলোকে এই পৃথিবীর অধিবাসী সবাই সমান। কিন্তু কোরাইশদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর এই হজ্জ ও সালাত মুকাআউ ও তাসদিয়াহ ওয়া সিয়াহাতান ওয়া জিবায়াহ অর্থাৎ আড্ডা ও তামাশা করতালি ও শিষ দেওয়ার সালাত, পর্যটন ও রাজস্ব আদায় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

পরপুরুষ বিহীন পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকারী রাসুল (সাঃ) যেদিন মৃত্যুবরণ করেন সেদিন থেকেই এরূপ চালু হয়েছে।

আমি দশ বছর আগে চাইনিজ রাষ্ট্রদূতের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তাদেরকে আরেকটি পত্র লিখেছিলাম। তাতে আমি রাসুল (সাঃ) এর বাণী উল্লেখ করেছিলাম যে, জ্ঞানান্বেষনের জন্য সুদূর চীন দেশে হলে গমন কর। সেখানে গোটা বিশ্ব বাদ দিয়ে বিশেষ করে আমি চীন ও রাশিয়ার মধ্যকার সম্পর্কের কথা বলেছি। তাতে শয়তানে আকবর বা বুজুগচ শয়তান আমেরিকার ষড়যন্ত্র ও তার পরিনামের কথা বলেছি। এবং তাতে আমি দাজ্জালের ষড়যন্ত্রের ফাঁদ থেকে বের হবার উপায়ও বলে দিয়েছি। তা হলো আমাদেরকে তওবা করে নবী – রাসুল ও নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের অনুসারী একজন ইমামের হাতে বায়আত হতে হবে। সেই ইমাম হবেন, আদম সন্তান আদম রুহুল্লাহ ঈসা ইবনে মারইয়ামের মত যার পূর্বপুরুষ ও পরপুরুষ কেউ নেই। সেটাও হতে হবে “আলাস্তুরিরাবিবকুম” এর অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে। এর বিরোধীতা যারা করবে তারাই কুকুর, বানর ও শুকররূপে পরিগণিত হবে।

হে সালমানের ফারসীর দেশের মুসলিমরা! শাব্দিক দিক দিয়ে যদিও আলী খামেনাই ও হাসান রুহানী হওনা কেন অর্থের দিক দিয়ে তোমরা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ আল মুসুভী আল মুস্তফাবীর মত হও। আল্লাহর ওহীর আলোকে তিনি তোমাদেরকে বদলিয়ে অন্য জাতিকে ইসলামের দায়িত্ব দিবেন। যেমন ইয়াহুদী ও খৃষ্টান পরিণত হওয়া আরবদেরকে বদলে দেবেন। “তুমি কখনও মনে করো না যে আল্লাহ তাঁর রাসুলের প্রতি দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন!/? এটা মানুষের জন্য এক বার্তা এবং যাতে জ্ঞানীগণ উপদেশ গ্রহণ করে।”

কুরাইশী ইমামতের চার খলীফা ও বানোয়াট আশারায় মুবাশশারার বংশধারা থেকে জন্মানো দাঈশ (দাউলাতুন ইসলামিয়াতুন ফিল ইরাক ওয়াশ শাম, ইংরেজি আইএসআইএস) কখনও সঠিক পথে ফেরত আসবেনা। শয়তান তাদেরকে মন্দকর্মে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করে, খোঁচায়। আর আল্লাহ তাদের নির্ধারিতকাল গণনা করছেন। মহান আল্লাহ নিকৃষ্ট দেশের, নিকৃষ্ট মানুষদের মধ্য থেকে একজন ফকীরের ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছেন। এখানে শাসন ক্ষমতায় থাকে নূহ ও লুতের স্ত্রী, পুরানদাখত ও আযরমিদাখত পারসী ও খাতামুনাবিয়ানের ঘরের আয়েশা ও হাফসার মত দুই নারী। এদের জন্য বলা হয়েছে, “প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর”। এ ধরনের বাংলাদেশ থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। রহমান, দয়াময় আল্লাহর নামে দাজ্জালী করে এখানে গত হয়েছে মুজিবুশ শয়তান, জিয়াউশ শয়তান, যিল্লুশ শয়তান, মুতিউশ শয়তান, ও হেবালাতুশ শয়তান। তাদের প্রতিশ্রুতকাল হল প্রভাত, আর প্রভাত খুব নিকটে। যদি তোমরা দৃষ্টান্তমূলক তওবায় নাসূহা কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের পাপ পরিবর্তন করিয়া দিবেন পুণ্যের দ্বারা এবং আল্লাহর নূর তোমাদের সম্মুখে ও ডান পার্শ্বে ধাবিত হবে। আল্লাহ ইরান ও খুরাসানের বাহিনীর হাতে গায়ওয়াতুল হিন্দের মাধ্যমে সমগ্রবিশ্ব জয় করে তাঁর নূর পূর্ণ করবেন, ইনশা আল্লাহ, যদিও কাফিররা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন।

জাজিরাতুল আরবের চারপাশে আল্লাহর ক্রাশিং মেশিন চালু অবস্থায় আছে। মন্দচক্র, ভাগ্য বিপর্যয়। এ থেকে মুক্তির উপায় হল সর্বপ্রকার শিরক মুক্ত হয়ে একমাত্র তাওহীদে ফেরত আসা। “যদি তুমি শিরক কর তাহলে তোমার সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে। নিশ্চয় শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুলম”। আল্লাহ তাঁর সাথে শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না। অন্য গুনাহ ইচ্ছা অনুযায়ী মাফ করবেন।

আলে সউদ, সউদের বংশধররা কুরাইশী নয়। তারা হল নজদের লোক। আর মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব তার সমসাময়িক অন্যান্যদের চেয়ে তাওহীদের অধিক নিকটবর্তী ছিল। যদি সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার স্বার্থ ব্যাপারটা সামনে না দাঁড়াত তাহলে সে যে আন্দোলন শুরু করেছিলো তা মদীনায় অবস্থিত “কুব্বাতুল খাদরা” সবুজ গম্বুজটিকে তারা গুড়িয়ে দিত। কারণ নবীজীর কথা হল নবীদের কবরকে মসজিদ বানাবে না। আর যে শয়তান দুটা আল্লাহর রাসুলের সামনে আগ বেড়েছিল এবং তাঁর কণ্ঠস্বরের উপরে তাদের দুজনের কণ্ঠস্বর উঁচু করেছিল তাদের কবরগুলো কিভাবে রাসুল (সাঃ) এর কবরের পাশে রয়ে গেল? ভণ্ডামী করে!/? অথচ তাদের আমল সব বরবাদ! আর তাদের কবরের পাশে আয়াত লেখা “নিশ্চয় যারা তাদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বরের চাইতে নীচু রাখে, তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।” আর এই দুজনের কন্যা আয়েশা ও হাফছা হল নূহ ও লুতের স্ত্রী এবং ইউসুফের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী জুলেখা সদৃশ। সুতরাং তোমরা বিজ্ঞতার সাথে সদুপদেশের মাধ্যমে ও উত্তম পন্থায় বিতর্কের চেষ্টা কর যাতে সালমান আননজদীকে সালমান আল ফারসী বানাতে পার। আর তোমাদের কর্তব্য হল আদম সন্তানের জন্য বনী আদম হয়ে যাওয়া “আল্লাহ

আদম ও নূহ (আঃ) কে মনোনীত করেছেন উহারা একে অপরের বংশধর। আর এটা করতে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া ঈমান ও হিকমতের ভিত্তিতে। সেটা কখনও ইয়ামেনী ঈমান ও ইয়ামেনী হিকমতের মাধ্যমে হবে না। যেরূপ মসজিদুল হারামের বেতনভূক ইমামরা বলে থাকে। আর সেখানে তোমাদের শিয়াদেরকে খারেজী, রাফেসী ও সাবান্দি বলে গালি দেওয়া হয়। রিয়াদ আব্দুল্লাহ সালেহকে রিয়াল দিয়ে ক্রয় করতে চায়, যেমন তুর্কী বিন ফয়সল রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনকে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার ঘুষ দিতে চেয়েছিল যাতে রাশিয়া, সিরিয়া ও ইরানের পৃষ্ঠপোষকতা না করে। কিন্তু তুর্কী বিন ফয়সল রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের দৃঢ়তার সামনে ব্যর্থ হয়ে ফিরেছে। কিন্তু আসল সুরাইয়া নক্ষত্রের কাছেই বুলন্ত অবস্থায় রয়েছে।

এখন সালমানের অনুসারীদের উপর কর্তব্য হল শিয়ায়ে নূহের আলোকে ইসলামকে ইয়াফেস ইবনে নূহের বংশধর চীন ও রাশিয়ার লোকদের সামনে উপস্থাপন করা। তারা এখন ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মুখাপেক্ষী কেননা যুগবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতার আগ্রাসন ও বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা টিকে থাকার মত কোন জীবন ব্যবস্থা তাদের নেই।

উসামাহ বিন লাদেন ও আইমান আল জাওয়াহিরীর আল কায়েদা ও আবু বকর আল বাগদাদীসহ তৎসমদের সবার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে।

আল্লাহ আমাদের (বাকীয়াতু আহলি কিতাব) জন্য বিরল সুযোগ করে দিয়েছেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের কিতাবত তাওহীদের আলোকে আলে সউদ আননজদীর সাথে যোগাযোগ ও কুটনৈতিক আলাপ আলোচনা করার। বিশেষ করে সালমান ইবনে আব্দুল আযীযের সাথে। এই আলে সউদরা তুর্কীদেরকে ও শরীফ হুসাইনদের আক্রমণ করে পরাজিত করে তাদের নাপাকী থেকে মক্কা মদীনাতে পবিত্র করে। এবং এই সালমান এবং তার ভতিজা মুহাম্মদ ইবনে নায়েফ ও ছেলে মুহাম্মদ। রাসুল (সাঃ) এর মৃত্যুর পর মুরতাদ মন্দ চক্রের সিদ্দীকী, ফারুকী, ওসমানী, মুয়াবিয়া ও ইয়াজীদি না। যারা ছিল কুরআনে বর্ণিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কুরাইশদের অন্তর্গত বন্ধু। এখন তোমাদেরকে আদমের দেহে রূহ সঞ্চারের মত দ্রুত পৃথিবীবাসীর সামনে সমুজ্জল উত্থান করা ইবনে মারিয়াম রুহুল্লাহর মত করে। এটা ইমাম মাহদীর প্রকাশ নয়? যার জন্য এই সংকটময় পরিস্থিতিতে আহলে কিতাব মুমিনরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ? এরূপ করলে তেহরান, বাগদাদ, রিয়াদ, দামেস্ক, বৈরুতসহ অন্যান্য জায়গায় কোন গণ্ডগোল আর থাকবে না। যদি তোমরা তওবা করে ঈমান আন, আল্লাহর অঙ্গীকার গ্রহণ কর। তোমাদের সেই সৌভাগ্য হোক। “যাহাদের জন্য আমার নিকট হইতে পূর্ব হইতে কল্যাণ নির্ধারিত রহিয়াছে, তাহাদের উহা হইতে দূরে রাখা হইবে। তাহারা উহার ক্ষীণতম শব্দও শুনিবে না। মহাভীতি তাহাদেরকে ক্লিষ্ট করিবেনা। এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হইয়াছিল। আমার যোগ্যতর বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হইবে। নিশ্চয় এতে রয়েছে বাণী সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা ইবাদত করে। এবং তিনি যেন তোমাদের কাছে তাঁর নিদর্শন পাঠান ও জগতবাসীর জন্য রহমত পাঠান। আমি তোমাদেরকে যথাযথভাবে জানিয়ে দিলাম।